বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

একত্রিংশ খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/জুন ২০১৩

সম্পাদক
নূরুর রহমান খান

সহযোগী সম্পাদক
প্রদীপ কুমার রায়

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক নূরুর রহমান খান
সদস্য	:	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
		অধ্যাপক মাহফুজা খানম
		অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
		অধ্যাপক হাবিবা খাতুন
		অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal) edited by Professor Nurur Rahman Khan, published by the General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9576391

Price : Tk. 200.00
US$ 10.00

সূচিপত্র

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকসংস্কৃতি: প্রসঙ্গ বিবাহ
শামীমা সুলতানা ১

সুন্দরবনের লোকজীবন ও সমাজ পরিচিতি
প্রণব কুমার রায় ৩৫

বৈদিক মন্ত্রসাহিত্যে বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ
শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ ৬৩

ভারত বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
আনন্দ বিকাশ চাকমা ৭৩

প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি ভারতের শাসক দলের নীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
মোহাম্মদ নাজমুল হুদা ৯৭

কাবিননামায় দাম্পত্যচিত্র
বিলকিস রহমান ১২১

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা
আনিসুজ্জামান ১৫১

লেখকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখক-কে/-দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ১) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষতঃ বাংলার মুসলমানদের নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে প্রথমে পদবি ব্যবহার করা হবে।

৭. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই: *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। বিদেশী শব্দ বাংলা বর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপনরীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

১০. প্রবন্ধের একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।